চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

১১ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.

সিটি ল্যাবেল কো-অর্ডিনেটর কমিটির সভায় মেয়র
নগরীকে সুন্দর রাখতে গেলে সকল শ্রেণী পেশার ব্যক্তিত্বের পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রয়োজন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, বিশ্বময় করোনার থাবায় যখন লাখ লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল তখন প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কঠোর নির্দেশনায় সারা দেশের ন্যয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন করোনা নিয়ন্ত্রনে বিভিন্ন জনসচেতনতামুলক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। চসিক মাইকিং লিফলেট বিতরণ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট আইসোলেশন সেন্টার, চসিক জেনারেল হাসপাতালকে ১৪০শয্যা বিশিষ্ট আইসোলেশন সেন্টার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পাবলিক লাইব্রেরীতে ৫০শয্যা বিশিষ্ট আইসোলেশন সেন্টার, টেন্সিং বুথ স্থাপন করে নগরীতে হত দরিদ্রদের মাঝে খাদ্য বিতরণ ও বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণসহ নানা রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। যে কারেণ চট্টগ্রাম কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন কমে এসেছিল। পরবর্তীতে সরকার প্রদত্ত টিকা বিনা মূল্যে নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে ১ম, ২য় ও বুষ্টার ডোজ টিকা প্রদান করা হয়। তিনি বলেন, এখনো করোনা শুন্যের কোটায় নেমে আসেনি তাই আমাদের সচেতনভাবে মাস্ক পড়ে চলাফেরা করা এবং সাবান দিয়ে নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্যাস চালু রাখা প্রয়োজন। মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম নগরীকে সুন্দর রাখতে গেলে সকল শ্রেণী পেশার ব্যক্তিত্বের পরামর্শ আবশ্যক। আজ রবিবার বিকেলে বাটালিহিলস্থ চসিক নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে সিটি ল্যাবেল কো-অর্ডিনেটর কমিটির সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

চসিক সচিব খালেদ মাহমুদের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মহানগর মহিলা আওয়ামী লীগ সভাপতি নারী নেত্রী হাসিনা মহিউদ্দিন, প্যানেল মেয়র মো. গিয়াস উদ্দিন, আফরোজা কালাম, কাউন্সিলর জহর লাল হাজারী, মোবারক আলী, আবুল হাসনাত মো. বেলাল, আবদুস সালাম মাসুম, নুরুল আমিন, আবদুল মান্নান, শফিকুল ইসলাম, সংরক্ষিত কাউন্সিলর জেসমিন পারভীন জেসী, রুমকী সেন গুপ্ত, প্রকৌশলী দেলোয়ার হোসেন মজুমদার, মেজর (অব) এমদাদুল ইসলাম, এড. মাহাফুজুর রহমান খান, ওমেন চেম্বারের অবিদা মোস্তাফা, রেড ক্রিসেন্টের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জব্বার, লায়ন রফিক আহমদ, মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান মাকসুদ আহমেদ, জেসমিন সুলতানা পারু, জেসমিন আকতার, শাহরিয়ার খালেদ, এড. রেহেনা কবির, চসিক ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ ইমাম হোসেন রানা, মো. শাহাজাহান, চসিক নির্বাহী প্রকৌশলী মো. জসিম উদ্দিন, সমাজকর্মী ইফতেখার কামাল প্রমুখ।

মেয়র আরো বলেন, কোভিড-১৯ রেসপন্স গ্রান্ট প্রকল্পের জন্য বিশ্ব ব্যাংক ২৬৭ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার প্রকল্প গ্রহণের জন্য বরাদ্দ রেখেছেন। এই প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে একটি সুন্দর ও পরিবেশবান্ধব নগরী গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তিনি আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে এই কমিটির সদস্যদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে পরামর্শ ভিত্তিক তথ্য উপস্থাপনের জন্য আহবান জানান। মেয়র বলেন, বন্দর নগরীকে স্বাস্থ্য বিনোদন ও পরিবেশ সম্মত করার লক্ষ্যে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত এলাকায় ৩৬ একর জায়গার উপর এমিউসমেন্ট পার্ক স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জাতিসংঘ পার্ককে ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিক পার্কে রূপান্তর করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর অনুদানের ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নগরীর সড়ক, অলিগলি সংস্কার প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হলে নগরীর নান্দনিক রূপ পরিস্ফুটিত হবে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়নে খালের উপর বাঁধ তৈরী করার ফলে জলাবদ্ধতা থেকে নগরবাসি পরিত্রান পাচ্ছে না। তিনি সভাকে অবহিত করে বলেন, আগামী মার্চ মাসের মধ্যে খাল ও নালার পানি চলাচলের পথ সুগম করে না দিলে আগামী বর্ষায় যদি জলাবদ্ধতার স্বাকীর হতে হয় এর দায়দায়িত্ব প্রকল্প বাস্তবায়নকারীদের নিতে হবে। তিনি সড়ক ও ফুটপাত দখল করে অবৈধ স্থাপনা তৈরী ও নানা ধরনের পসরা সাজিয়ে যারা ব্যবসা করেন তাদের উচ্ছেদ করা হলেও আবার পুন: দখল হওয়ার কারণে যে ভোগান্তি হচ্ছে তা থেকে পরিত্রানের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসিকে সচেতন হয়ে এদের প্রতিরোধ করার জন্য আহবান জানান। তিনি সংশ্লিষ্ট থানাকে এ ব্যাপারে কঠোর নজরদারী রাখতে সি.এম.পি কমিশনারকে নির্দেশ দিতে আহবান জানান। মেয়র নগরীর শিশুদের খেলাধুলার জন্য যেখানে যে পরিমান জায়গা পাওয়া যায় সে পরিমান জায়গাতে মিনি পার্ক ও খেলার মাঠ তৈরী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানান।

দক্ষিণ মধ্যম হালিশহর এলাকার জনসাধারনের ভোগান্তির লাঘবে গ্যাস লাইন সংস্কার কাজে সড়ক কর্তন চার্জ কমানো হয়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, সিটি কর্পোরোরেশন একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। নগরবাসীর সেবা করাই এই সংস্থার মূখ্য উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, নগরীর উত্তর মধ্যম হালিশহর ও দক্ষিণ মধ্যম হালিশহর এলাকায় গ্যাসের চাপ না থাকায় সেখানকার জনসধারণ চরম ভোগান্তি পোহাচ্ছে। এই ভোগান্তি লাঘবের জন্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্টিবিউশন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে লাইন সংস্কারের উদ্যোগ প্রসংশনীয়। এই সংস্কার কাজে সড়ক বর্তমান রেইটে কর্তন চার্জ প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা হওয়ায় কাজটি সম্পন্ন করতে কর্ণফুলী ডিস্টিবিউশন কর্তৃপক্ষ অপারগতা প্রকাশ করে। তাই এলাকার জনসাধারণের কথা বিবেচনা করে পূর্বের রেইটে সড়ক কর্তন চার্জ প্রদানপূর্বক কাজের অনুমতি দেয়া হয়। আজ রবিবার বিকালে উত্তর মধ্যম হালিশহর ও দক্ষিণ মধ্যম হালিশহর এলাকায় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিগণ মেয়রের সাথে সাক্ষাত করতে এলে তিনি একথা বলেন।

এই সময় উপস্থিত ছিলেন-এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাধ্যে প্যানেল মেয়র আফরোজা কালাম, কাউন্সিলর আবদুল মান্নান, হাজী মোহাম্মদ ইলিয়াছ, হাজী মোহাম্মদ হোসেন, মো. কামাল উদ্দিন, মো. শাহজাহান, হাজী শোর আলী সওদাগর, হাজী জামাল উদ্দিন, হাজী মো. শফি, আবদুল কাদের, দিদারুল আলম মিন্টু, মো. রফিক, এড. মোহাম্মদ হাসান, আবদুল হক দুলু, নুরুল আলম উজ্জল, নুরুদ্দিন জাহেদ মিন্টু, মোরশেদ আলী, মো. জসিম উদ্দিন, মো. জাবেদ ও জাহেদ মিন্টু প্রমুখ।

মেয়র আরো বলেন, নগরীকে পরিচ্ছন্ন রাখা জন্য এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিদের ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি সমুদ্র উপকুলীয় এলাকার ৩৬ একর জায়গার উপর একটি এমিউজম্যান্ট পার্ক করা হচ্ছে বলে তাদের অবহিত করেন। তিনি গৃহকর আদায়ে কোন ধরণের বিবৃান্ত না হয়ে আপীল করে নিজেদের গৃহকর সহনীয় পর্যায়ে কমিয়ে আনার প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

সে সময় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এলাকাবাসীর ভোগান্তির কথা বিবেচনা করে সড়ক কর্তন চার্জ কমিয়ে আনায় তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান।

অযান্ত্রিক যানবাহন নবায়ন বিষয়ক কর্মশালায় চসিক প্রনিক নগরীর সকল অযান্ত্রিক যানবাহনকে অটোমেশনের আওতায় আনা হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শহিদুল আলম বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতায় যে সকল অযান্ত্রিক যানবাহন চলমান আছে সেসব যানবাহনকে অটোমেশনের আওতায় আনা হবে। বিগত ৪ বছর কোভিড-১৯ এর কারণে অযান্ত্রিক যানবাহনগুলোর নবায়ন কার্যক্রম বন্ধ ছিল। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বর্তমানে এই কার্যক্রম পুনরায় চালু করা হচ্ছে। আজ রবিবার সকালে চসিক বাটালিহিলস্থ নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে ওয়ার্ড সচিবদের কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শহিদুল আলম একথা বলেন। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন রাজস্ব কর্মকর্তা সৈয়দ শামসুল হুদা তাবরীজ, অটোমেশন প্রকল্পের ঠিকাদার কেমিষ্ট সিডিজি কমসোর্টিয়াম লি: এর ম্যানেজিং পাটিনার মো হাসানুজ্জামান, পরিচালক মো. মিনহাজ উদ্দিন ফয়েজ, মনির আহম্মদ, সমন্বয়ক মাহামুদুল হক, ওয়ার্ড সচিবদের পক্ষে তোফায়েল আহমদ প্রমুখ।

কর্মশালায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বর্তমানে ৭০ হাজার প্যাডেল চালিত রিক্সা চলাচল করে। ইতোমধ্যে হয়তো অবৈধভাবে আরো অনেক প্যাডেল চালিত রিক্সা রাস্তায় চলাচল করে। চসিক আপাতত: বৈধ লাইসেন্সধারীদের লাইসেন্স নবায়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে। নবায়ন করার জন্য নির্ধারিত ৫০ টাকা করে ফি দিয়ে নবায়ন ফরম পূরণ করে সংশ্লিষ্ট এলাকার ওয়ার্ড সচিবদের কাজে জমা দিতে হবে এবং প্রতিটি লাইসেন্স নবায়নের জন্য বকেয়া ফি ও প্লেট বাবদ মোট ৭০০ টাকা প্রদান করতে হবে। অযান্ত্রিক যানবাহন চালকের পরিচয়পত্র সংগ্রহ করার জন্য প্যাডেল চালিত অযান্ত্রিক রিক্সার চালকদের প্রতি আহবান জানান। চালকদের পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে ৫০টাকা মূল্যের ফরম সংগ্রহ পূরণ করে আইডি ফি ৫০টাকা প্রদান করে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সচিক থেকে আইডি সংগ্রহ করার যাবে। উল্লেখ্য যে, অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ২০২৩-২৪ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। সভাপতির বক্তব্যে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন একটি সেবামুলক প্রতিষ্ঠান নগরীতে যে অযান্ত্রিক যানবাহন চলে তা অটোমেশনের আওতায় আনা হলে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় শৃংঙ্খলা ফিরে আসতে সহায়ক হবে। তিনি ওয়ার্ড সচিবদের জন্য এই কর্মশালা একটি

প্রয়োজনীয় উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন,কমশানা থেকে যে, অভিজ্ঞতা অর্জন করা হবে তা ভবিষ্যত কর্মকান্ডে কাজে আসবে বলে আশাবাত ব্যক্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-

(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩